দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 2 5 1999

পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

105

বুয়েটের এক ছাত্র চিরতরে, তিন ছাত্রকে দু'টার্মের জন্য বহিষ্কার ঘোষণা

বুয়েট রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ছাত্রকে বুয়েট থেকে চিরতরে বহিষ্কার, তিন ছাত্রকে দু'টার্মের জন্য স্থগিতসহ চার টার্মের জন্য বহিষ্কার এবং ২২ ছাত্রকে জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে স্থগিত-বহিষ্কারের শাস্তি দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া কিছুসংখ্যক ছাত্রকে জরিমানাসহ অথবা শুধু মৌখিকভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অভিযুক্ত সাত ছাত্রের সাথে কোনভাবে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি বলে তাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বুয়েটের বোর্ড অব রেসিডেন্স এ্যান্ড ডিসিপ্লিন এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এর আগে বুয়েট কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে চিহ্নিত অপরাধী ছাত্রদের বোর্ড অব রেসিডেন্সি এ্যান্ড ডিসিপ্লিন কারণ দর্শাও নোটিস জারি করে। ছাত্রদের দেয়া জবাবের পর বোর্ড এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, ক্লাস টেস্টে প্রক্সি দেয়ার দায়ে বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ বুয়েট কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার না করায় উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল রাতে ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুর করলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে। এর পর সামগ্রিক ঘটনা তদন্ত করে এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

বুয়েটের সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িতদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর বুয়েট খুলতে আর কোন বাধা নেই। বুয়েটের বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী আগামী ৪ জুলাই আবাসিক হলসমূহ খুলে দেয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে আগামী ২৮ জুন একাডেমিক কাউন্সিলের

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বুয়েটের এক ছাত্র (প্রথম পাতার পর)

জরুরী বৈঠকে। তখনই পুরো একাডেমিক প্রোগ্রাম জানা যাবে। বুয়েট শিক্ষক সমিতিও আগামী ২৮ জুন জরুরীসভায় তাদের অবস্থান জানাবে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য বুয়েট শাখার অন্যতম নেতা সৌমেন হাজরা বলেন, কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায় তারা ছাত্রদের প্রতি কতটা রূঢ়। আমরা সিদ্ধান্ত মানি না। এ সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার না করলে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।